Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation After 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

কোরিয়া সংকটে ভারতের ভূমিকা

কোরিয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত শিবিরের ঠাণ্ডা যুদ্ধ এশিয়াতে চলে আসে। এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ভারত কোরিয়া যুদ্ধের উপশমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এক স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধে ভারত তার জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৫০ সালে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছিল। কোরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উদ্যোগ নিয়েছিল। কোরিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য জাতিপুঞ্জ একটি কমিশন নিয়োগ করেছিল। এই কমিশনের সভাপতি ছিল ভারতীয় কূটনীতিবিদ কে. পি. এম. মেনন। তিনি বড় শক্তিগুলোকে কোরিয়ার রাজনীতিতে মাথা না গলাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলি এই পরামর্শ উপেক্ষা করেছিল। তারা নিজেদের স্বার্থে কোরিয়াকে কাজে লাগিয়েছিল।

কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেছিল। উত্তর কোরিয়াই প্রথম ৩৮° রেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করেছিল। ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই বক্তব্যকে মেনে নেয়। ভারতের এই ভূমিকা মার্কিনীদের পক্ষে শুভকর হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৭শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রস্তাব নিয়েছিল উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করা হবে এবং কোরিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়েছিল। ভারত এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়ার সমর্থনে যখন যৌথ বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন ভারত এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি। কারন ভারত মনে করেছিল যৌথ বাহিনী কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে কোরিয়া সংকট আরও তীব্র হবে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু শান্তির জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্তালিনের কাছে শান্তির প্রস্তবা পাঠান। নেহরু সোভিয়েত রাশিয়াকে পুনরায় জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে যোগ

দেওয়ার অনুরোধ করেন। চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোরিয়া সংকটের সন্তোষজনক সমাধান করুক এই প্রস্তাব ভারত দিয়েছিল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই প্রস্তাব কে প্রত্যাখান করেছিল। শুধু তাই নয় মার্কিনীরা ভারতের এই প্রস্তাবকে 'আগ্রাসনের প্রতি তোষণ' বলে মনে করেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে ৩৮° রেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়াতে প্রবেশ করেছিল। ভারত বুঝতে পেরেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনকে আক্রমণ করবে। নেহরু বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে NATO –র একটি সম্প্রসারিত সংস্করণে পরিণত করেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তির জন্য আর চেষ্টা করছে না, এই সংগঠন যুদ্ধের সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের বাহিনী উত্তর কোরিয়া কে অধিকার করে চীন সীমান্তে ইয়ালু নদীর তীরে বোমা বর্ষণ শুরু করলে চীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পান্নিকরের মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু এই প্রতিবাদে কোন কাজ হয়নি। ফলস্বরূপ চীন উত্তর কোরিয়াকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলে কোরিয়া যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে যায়। কোরিয়াকে কেন্দ্র করে নতুন করে চীন – মার্কিন যুদ্ধ শুরু হয়। নেহরু পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে চীনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেছিল। ভারত এই ঘোষণার বিরোধিতা করেছিল। ভারতের বক্তব্য ছিল চীন আগ্রাসনের মনোভাব নিয়ে এই কোরিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়নি। নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে চীন এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের বক্তব্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম ৩৮° রেখা অতিক্রম করে উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণ করেছিল এবং চীন তার পাল্টা প্রতিরোধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এই মনোভাবের সমালোচনা করেছিল। ভারত সঠিকভাবে কোরিয়া সংকটে তার ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ শক্তির চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করার সৎ সাহস ভারত দেখিয়েছিল। ভারতের উদ্যোগেই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হয়েছিল। ভারতের সভাপতিত্বে যুদ্ধ বন্দী বিনিময়ের কাজ শুরু হয়েছিল। কোরিয়া সংকট সমাধানে ভারতের ভূমিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল।